জুলাই-আগস্ট ২০১৪

CONNEXION

steering telecom ahead

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ
মোবাইল টেলিফোন

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

THE VOICE OF BANGLADESH MOBILE TELECOM INDUSTRY

CONNEXION
এমটব-এর দ্বিমাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০২, খণ্ড ০৩

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে	০১
আপনি জানেন কি?। সংখ্যা ও বিশ্লেষণ	০২
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ : মোবাইল টেলিফোন	০৩
বাংলাদেশে মোবাইলের অবস্থান	০৬
মোবাইলের ব্যবহার : সাফল্যের শেষ ধাপে পৌঁছানো	০৮
৫৪তম সিটিও কাউন্সিল সভা-এর আয়োজক এবার বাংলাদেশ	১০
এমটব সদস্যদের কার্যক্রম	১২
এমটব সহযোগী সদস্যদের কার্যক্রম	১৫
এমটব কার্যক্রম	১৬

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

তাইমুর রহমান
রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডিরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মতিউল ইসলাম নওশাদ
চীফ কর্পোরেট অ্যান্ড পিপল অফিসার
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সম্পাদক, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

মুস্তাক হুসাইন
নির্বাহী সম্পাদক

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট করুন–
www.amtob.org.bd ।মতামত জানান: *connexion@amtob.org.bd*

সম্পাদকের টেবিল থেকে

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে মোবাইল টেলিযোগাযোগ শিল্পখাত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মোবাইল সেবার ভূমিকা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, যা জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এটা দেশব্যাপী কর্মসংস্থানের সুদূর প্রসারী সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কর্মী ও ব্যবসায়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও এর রয়েছে নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা যেমন, মোবাইল আর্থিক সেবা একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় সেবা হিসেবে দেখা দিয়েছে যা জনসাধারণের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে।

সম্প্রতি মোবাইল টেলিফোনকে "সবচেয়ে পরিবর্তনকারী প্রযুক্তি" হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি উন্নয়নের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত দেশের উজ্জ্বলতম শিল্পখাত যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

যোগাযোগের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে মোবাইল প্রযুক্তি দেশের ১১৬ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে। এতসব ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও এই খাত বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চ করভারে জর্জরিত, যা গ্রাহকদের মোবাইল সেবা ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত ও সীমিত করছে এবং নেটওয়ার্ক ও সেবায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত করছে।

মোবাইল অপারেটররা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং মোট জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশ মানুষকে দিচ্ছে ভয়েস ও ডেটা সেবা।

গত ২০ বছরে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা দেশব্যাপী অবকাঠামোগত উন্নয়নে এ পর্যন্ত ৭১,৮৭০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে।

শুধুমাত্র ২০১৩ সালেই তরঙ্গ বরাদ্দ ও থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালুবাবদ এই খাত ১১,৪৩৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। টেলিযোগাযোগ খাত একটি মূলধন-ঘন খাত বিধায় এখানে উচ্চমাত্রার মূলধনী ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এমনকি বিনিয়োগের ১৯ বছর পরও ৬টি কোম্পানির মধ্যে ৪টি কোম্পানি এখনও নেতিবাচক মুনাফার ভার বহন করে যাচ্ছে। আর এর কারণ হলো উচ্চহারের কর যা এ খাতের উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করছে।

মোবাইল অপারেটররা আগামীতে বিনিয়োগ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছে, তবে এর জন্য সহায়ক নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ এবং একটি টেকসই কর নীতিমালা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। মোবাইল যোগাযোগই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, কিন্তু এর অনেক পথই এখনো পর্যন্ত রুদ্ধ, যেমন– দেশে এখানো পর্যন্ত একটি সময়োপযোগী টেলিযোগাযোগ নীতিমালা ও রোডম্যাপ তৈরি হয়নি।

সরকার যদি বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে আগ্রহী হন তাহলে সরকারকে অবশ্যই এ খাতটির প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এ খাতের প্রতি আন্তরিকতা, প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা, তরঙ্গ রোডম্যাপ, কর ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

এ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সরকারের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারকে আরো প্রযুক্তিনির্ভর হতে হবে এবং এ খাতের প্রতি আরো আন্তরিক হতে হবে।

"*Connexion*"-এর এবারের নিয়মিত সংখ্যার পাশাপাশি থাকছে জিএসএমএ এবং এমটব-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "রিয়েলাইজিং মোবাইলস পটেনশিয়াল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনারের খবরাখবর।

আর তাই "*Connexion*" এর এবারের সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনিতে এই সম্পর্কিত থিম তুলে ধরা হয়েছে, পাশাপাশি জিএসএমএ থেকে দু'টি নিবন্ধও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

জিয়াদ শাতারা
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

বিবেক সুদ
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব

পি ডি শর্মা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

সুপুন বীরসিংহে
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

আপনি জানেন কি?

৯১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মোবাইল ফোন দিনের ২৪/৭ ঘণ্টাই হাতের নাগালে রাখেন

৯০ শতাংশ ক্ষুদে বার্তা পৌঁছানোর **৩ মিনিটের** মধ্যেই পড়া হয়

পৃথিবীতে **টয়লেটের** থেকে মোবাইল ফোনের **সংখ্যা বেশি**

মোবাইল ফোন ভবিষ্যতে আমাদের **ওয়ালেট, টিকেট** এবং **চাবির স্থান দখল** করবে

প্রতি **৪টি অনলাইন** অনুসন্ধানের **১টি হয়** **মোবাইল ডিভাইসের** মাধ্যমে

সংখ্যা ও বিশ্লেষণ

২০১৫ সালের মধ্যে প্রতি ৮ জন মোবাইল গ্রাহকের **১ জন বিমান, রেল** ও **বাস ভ্রমণ, উৎসব, সিনেমা** এবং **ক্রীড়া অনুষ্ঠানের টিকেট** কিনতে **এম-টিকেটিং** ব্যবহার করবে

পরবর্তী ৫ বছরে অধিকাংশ **বেচাকেনা** হবে **মোবাইল ফোনের** মাধ্যমে

২০১৫ সালের মধ্যে মোবাইল **অ্যাপ ডাউনলোডের** পরিমাণ ৯৮ বিলিয়নে পৌঁছাবে

২০১০ সালের পর থেকে অনলাইনে যে পরিমাণ সময় ব্যয় করা হয় স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট থেকে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের পরিমাণ তার **প্রায় দ্বিগুণ**

বিশ্বে **পিসির সংখ্যার** চেয়ে **৫ গুণ** বেশি সেলফোন আছে

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ মোবাইল টেলিফোন

সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল টেলিফোনকে 'সবচেয়ে পরিবর্তনকারী প্রযুক্তি' হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে, এবং বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি উন্নয়নের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত দেশের উজ্জ্বলতম খাত যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে।

মানুষকে সংযুক্ত রাখার ক্ষেত্রে অতুলনীয় মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত দেশের ১১ কোটি মানুষকে সংযুক্ত রাখতে সেবা প্রদান করে আসছে। তাই এ খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারকে আরো আন্তরিক হতে হবে, যাতে প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে এ খাত সরকারের প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করতে পারে।

বিগত ২০ বছরে সারাদেশে ব্যাপকভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা (এমএনও) ৭১,৮৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

শুধুমাত্র ২০১৩ সালেই এ শিল্পখাত তরঙ্গ বরাদ্দ এবং থ্রিজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ বাবদ ১১,৪৩৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। টেলিযোগযোগ খাত একটি মূলধন-ঘন খাত বিধায় এখানে উচ্চমাত্রার মূলধনী ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এমনকি বিনিয়োগের ১৯ বছর পরও ৬টি কোম্পানির মধ্যে ৪টি কোম্পানি এখনও নেতিবাচক মুনাফার ভার বহন করে যাচ্ছে। আর এর কারণ হলো উচ্চহারের কর যা এ খাতের উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করছে।

দেশের অধিকাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে, যার হার ৯৫%। ডেটা ও ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য এক বছরের মধ্যে নেটওয়ার্ক নির্মাণে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে মোবাইল অপারেটররা। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্রডব্যান্ড একটি অন্যতম মূল উপাদান।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন কেবল তখনই বাস্তবতার মুখ দেখবে যখন একটি যথোপযুক্ত রোডম্যাপ ও টেকসই করব্যবস্থা কার্যকর করা হবে, নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ সহায়ক থাকবে এবং প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

১৯৯৮ সালে বর্তমান সরকার একটি জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা (এনটিপি) প্রণয়ন করেছিল, কিন্তু সময়ের সাথে প্রযুক্তিও এগিয়ে গেছে অনেকখানি, তাই ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে একটি নতুন টেলিযোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবী।

১৭ বছর আগের জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা (এনটিপি)-এর সংশোধন এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য এখন ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করা। প্রযুক্তির দিক থেকে বর্তমানে আমরা ৪জি/এলটিই যুগে প্রবেশ করেছি। কিন্তু আমাদের টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পরে আছে সেই ১৯৯৮ সালে।

১৯৯৮ এর নীতিমালা থেকে আমরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি তা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হতে পারে, তবে বাস্তবতা হচ্ছে এটি বর্তমানে প্রযুক্তিগতভাবে অসঙ্গত এবং উদ্দেশ্যগতভাবে অপ্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ– লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে ১৯৯৮ এর নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, "একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে টেলিঘনত্ব হবে প্রতি একশ' জনের মধ্যে ১০ জনের হাতে টেলিফোন থাকবে।" কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে টেলিঘনত্ব ৭১ শতাংশের উপরে।

বিদ্যমান নীতিমালাটি ১৯৯৮ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল প্রধানত এ খাতটিকে উদারনৈতিক করা এবং বাংলাদেশকে একটি সাধারণ টেলিযোগাযোগ সেবার পাশাপাশি কিছু মূল্য সংযোজন সেবার (ভ্যাস) আওতায় নিয়ে আসা। এ নীতিমালায় ডেটা সেবাকে মূল্য সংযোজন সেবা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে যেটি একটি সাধারণ সেবায় পরিণত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের অনেক মানুষের কাছেই মোবাইল যোগাযোগ বলতে শুধুমাত্র যোগাযোগের প্রাথমিক ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। বিগত দিনের অনেক মূল্য সংযোজন সেবাও বর্তমানে সাধারণ সেবা হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, বিদ্যমান নীতিমালার অধিকাংশ লক্ষ্যই ইতোমধ্যে অর্জিত হয়ে গেছে, সুতরাং আগামী দিনগুলোর চাহিদা পূরণে এ নীতিমালা নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব।

১৯৯৮ সালে যখন নীতিমালাটি প্রণয়ন করা হয় তখনকার প্রেক্ষাপটে হয়তো তা সঠিক ছিল, কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মোবাইল খাত বা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা কোনো ক্ষেত্রেই আলোকপাত না করা এই নীতিমালা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোনো মানেই হয় না। সুতরাং, যত দ্রুত সম্ভব এ নীতিমালার সংশোধন ও পুনঃপর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালার লক্ষ্য হবে পরবর্তী প্রজন্মের যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞান–ভিত্তিক মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর স্বপ্নপূরণে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দেশের নতুন সরকারের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে একটি নতুন নীতিমালার মাধ্যমে এ খাতটিতে পুনরায় গতি সঞ্চার করার, যে নীতিমালা দিকনির্দেশক হিসেবে এ খাতটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। টেলিযোগাযোগ খাত আশা করে যে,

সংশোধিত নীতিমালায় এমন বিধান যুক্ত করা হবে যাতে আগামী দিনের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে ব্রডব্যান্ড ও ডেটা কার্যকর অবদান রাখতে পারে। প্রযুক্তির সমকেন্দ্রিকতা, নেটওয়ার্ক ও সার্ভিস, প্রযুক্তি ও সেবার নিরপেক্ষতা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণ করার মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা– সংশোধিত নীতিমালায় এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকবে।

এছাড়াও ব্যাংকিং, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নীতিমালার সাথে টেলিযোগাযোগকে অঙ্গীভূত করাও অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে, যাতে পারস্পরিক অধীনতা স্পষ্টরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং এসব সেবার উন্নয়নে নীতিমালা যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

নীতিমালা প্রণয়নে মূল কয়েকটি নীতিগত বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে যেমন– লাইসেন্সিং পদ্ধতি। লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে যে বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে– অদক্ষতা দূরীকরণ, সহজীকরণ, নিরপেক্ষতা ও সমতা নিশ্চিতকরণ; আর এগুলো নিশ্চিত হলেই প্রাইভেট খাত ও বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।

এছাড়াও নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত নীতিমালার স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, আস্থা, সুস্থ প্রতিযোগিতা, সবার জন্য সমান সুযোগ এবং বাণিজ্যিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। এর পাশাপাশি গ্রাহকের জন্য সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনা করা, মানসম্মত সেবা (কিউওএস) প্রদান করা, অভিযোগ তদারক ও অভিনবত্বের বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা প্রণয়নে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন প্রক্রিয়াটি দ্রুততার সাথে শুরু করতে নিয়ন্ত্রকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের খুব অল্পকিছু আইনের মধ্যে টেলিযোগাযোগ আইন একটি যার অধীনে কোনো বিধিমালা নেই। প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতার মাধ্যমে আইনের বিধিবিধান কার্যকর করলে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকার, গ্রাহক এবং অপারেটর সবাই সমানভাবে উপকৃত হবে।

আইনের বিধি প্রণয়ন নিশ্চিতভাবে প্রবৃদ্ধি বাড়াবে, পাশাপাশি একটি উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরিতে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রক আইন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। শুধুমাত্র আইনি বিধানের মাধ্যমে এমওপিটি এবং আইটি-এর এই পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এ পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এছাড়াও এটি সরকারের এক উজ্জ্বলতম সাফল্যের নিদর্শন হয়ে থাকবে, যা আগামী দীর্ঘদিন পর্যন্ত সব পক্ষের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হবে।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, তরঙ্গ বরাদ্দ এবং ধার্য সংক্রান্ত কিছু পথনির্দেশক নীতি নির্ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মোবাইল ব্রডব্যান্ডের জন্য তরঙ্গ সুরক্ষিত করতে জাতীয় পর্যায়ে তরঙ্গ বরাদ্দ রোডম্যাপের কাজ শুরু করা অত্যন্ত জরুরি।

নেটওয়ার্ক মূলধনী ব্যয় বিনিয়োগের সাথে তরঙ্গ প্রাপ্যতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। একটি যথাযথ তরঙ্গ বরাদ্দ নীতিমালা ছাড়া নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ঝুঁকির মধ্যে পড়বে মোবাইল খাত। আর এর ফলশ্রুতিতে সেবার মূল্য বেড়ে যাবে ও মান কমে যাবে এবং বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের গতিশীলতা কমে আসবে।

আইটিইউ-এর সুপারিশ অনুযায়ী ২০১০ সালে জাতীয় তরঙ্গ বণ্টন পরিকল্পনা (এনএফএপি) সংশোধন ও হালনাগাদ করা হয়েছিল। সংশোধিত এনএফএপি নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ার পর আশা করা হয়েছিল যে, এখন থেকে নীতিমালা অনুযায়ী তরঙ্গ বণ্টন করা হবে।

তরঙ্গ বরাদ্দ রোডম্যাপ প্রস্তাবনায় মোবাইল খাতের জন্য কোন কোন ব্যান্ডস সংরক্ষণ করতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে এবং সঠিক বিশ্লেষণ ও সুপারিশসহ তরঙ্গ বরাদ্দের সময় পরিকল্পনা উল্লেখ করবে। এছাড়াও কিছু মূল্যবান তরঙ্গ মুক্ত করার জন্য বিদ্যমান বরাদ্দের অসংগতিগুলো তুলে ধরতে হবে এবং সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করতে হবে। প্রস্তাবনায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

একটি যথাযথ পূর্বাভাস মডেলের মাধ্যমে পরবর্তী ১০ বছরে তরঙ্গ বরাদ্দের চাহিদার

পূর্বাভাস, মোবাইল খাতের জন্য সুপারিশকৃত তরঙ্গের ব্যান্ডস এবং বিদ্যমান মূল্যবান ব্যান্ডস-এর পুনর্বিন্যাস/পুনর্বণ্টন।

বর্তমান টেলিযোগাযোগ আইনটি ২০০১ সালে টেলিযোগাযোগ নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণয়ন করা হয়। ২০১০ সালে আইনটিতে সংশোধন আনা হয়, কিন্তু এরপরও এটি সেই পুরনো লক্ষ্যকেই ধরে রেখেছে। বর্তমান নীতিমালা বলে যে, সরকার একটি টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করবে। কিন্তু ইতোমধ্যে একটি কমিশন ১২ বছর ধরে কাজ করছে।

বিদ্যমান নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল একটি বলিষ্ঠ প্রাইভেট খাত প্রতিষ্ঠা করা। শুরুটা সেরকম হলেও এর বর্তমান চিত্র একেবারেই ভিন্ন। জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালাকে সহযোগিতা করতে এখন এদেশে প্রয়োজন একটি টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপ।

এছাড়াও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ইন্টারন্যাশনাল লং ডিসট্যান্স টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসেস (আইএলডিটিএস) নীতিমালারও পুনঃপর্যালোচনা প্রয়োজন।

জাতীয় রাজস্ব আয়ে ব্যাপক অবদান রাখা, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আনা এবং কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের নির্মাতা বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হলে জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালার পুনঃপর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইসিটি, ব্রডব্যান্ড, ব্রডকাস্টিং, মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্যসহ সামঞ্জস্যপূর্ণ টেলিযোগাযোগ নীতিমালার সুপারিশ করে যাচ্ছে সবসময়।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা (এমএনও) ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সাথে একযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের জনসাধারণকে সংযুক্ত করতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে এ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে এ খাতটিকে টিকিয়ে রাখা এবং এগিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

টেলিযোগাযোগ খাত বিশেষ করে মোবাইল ফোন খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি। এ খাত দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এটি বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের বৃহত্তম খাত, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই)-এর বৃহত্তম সংস্থানকারী এবং সরকারের কর রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে সর্বোচ্চ পরিমাণ অবদান রেখে চলেছে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পুরো দেশকে সংযুক্ত করার মধ্য দিয়ে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এ খাতটি উচ্চহারের করভারে জর্জরিত, যার বোঝা বহন করতে গিয়ে মোবাইল অপারেটররা হিমশিম খাচ্ছে। আর এটা নিঃসন্দেহে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

মোবাইল অপারেটররা যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে কম খরচে কল করার সুবিধা প্রদান করছে; তাদের ওপরেই আবার উচ্চহারের করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ দেশে মোবাইল অপারেটরদের প্রতি ১০০ টাকা আয়ের ৫৫ টাকাই প্রদান করতে হয় সরকারকে।

সিমের ওপর কর থাকার পরও মোবাইল সংযোগের ওপর আরোপিত কর মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে, যার ফলে সরকারী রাজস্বে কর সংগ্রহের পরিমাণ যাচ্ছে কমে। সিম প্রতিস্থাপনের ওপর প্রস্তাবিত ১০০ টাকা কর এ খাতের উন্নয়নের পথে আরেকটি অন্তরায়। কোনো অতিরিক্ত সুবিধা না পাওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের এ টাকা গুণতে হচ্ছে, অন্যদিকে মোবাইল অপারেটররাও এর থেকে কোনো বাণিজ্যিক সুবিধা পাচ্ছে না। এটা শুধুমাত্র মোবাইল অপারেটরদের সেবার খরচই বাড়িয়ে দিবে।

এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে আরো একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে এবং দেশে মোবাইলের ব্যবহার বৃদ্ধির পথকে বাধাগ্রস্ত করবে।

মোবাইল অপারেটররা আগামীতে বিনিয়োগ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছে, তবে এর জন্য সহায়ক নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ এবং একটি টেকসই কর নীতিমালা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। মোবাইল যোগাযোগই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, কিন্তু এর অনেক পথই এখনো পর্যন্ত রুদ্ধ, যেমন– দেশে এখানো পর্যন্ত একটি সময়োপযোগী টেলিযোগাযোগ নীতিমালা ও রোডম্যাপ তৈরি হয়নি।

সরকার যদি বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে আগ্রহী হন তাহলে সরকারকে অবশ্যই এ খাতটির প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এ খাতের প্রতি আন্তরিকতা, প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা, তরঙ্গ রোডম্যাপ, কর ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশে মোবাইলের অবস্থান

মোবাইল ব্যবহারের দিক থেকে অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। নিম্ন আয়ের দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও[১] বেশি মানুষ মোবাইল সেবা ব্যবহার করছে এবং তার সমমানের অন্যান্য দেশকে নেটওয়ার্ক কভারেজের ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে। সীমিত আয় এবং দক্ষতার সমন্বয়ে মোবাইল ব্যবহারের অর্থ হলো বাংলাদেশের গ্রাহক এর প্রতি ব্যাপক আগ্রহী। মোবাইল সেবার প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা নতুন নতুন মূল্য সংযোজন সেবা (ভিএএস) উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রাহকের জীবনযাত্রা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং তাদের জীবনে নতুন কিছু যুক্ত করবে এমন সেবাই এ লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করবে।

১. বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এবং সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ এদেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে উচ্চ (অধিকাংশ উদীয়মান বাজারে যা দেখা যায় না)। তবে, এখানে গ্রাহকের খরচের পরিমাণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। পরবর্তী ৪-৫ বছরে নতুন গ্রাহক বৃদ্ধির উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে পাশাপাশি মূল মোবাইল সংযোগের বাইরে মোবাইল অপারেটরদের কৃষি, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত মানুষের মৌলিক চাহিদা সহায়ক সেবাসমূহ প্রদান করার মধ্য দিয়ে বের করতে হবে আয়ের নতুন পথ।

সাক্ষরতার নিম্ন হার, শিশু অপুষ্টি, বিদ্যুতের দুষ্প্রাপ্যতা এবং শহর-গ্রাম বিভক্তি সহ বাংলাদেশে আরো অনেক সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। যদিও এদেশে আয়ের তুলনায় মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। ২০১৪ সালের শুরুর দিকেই মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং এটি ২০২০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্রামীণফোনের ভিলেজ ফোন কর্মসূচি বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে- মোবাইল সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের অনন্য উদ্যোগটি শুরু হয় ১৯৯০ সালে- এবং এর পরপরই শুরু হয় নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর দ্রুত সম্প্রসারণ। ১৯৯৭ এবং ২০০২ সালের মধ্যে দেশের বেশিরভাগ অংশে মোবাইল কভারেজ দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। যা অন্যান্য উঠতি বাজারের তুলনায় দেশটিকে অনেক বছর এগিয়ে রেখেছে। যদিও সম্প্রতি থ্রিজি নিলাম সম্পন্ন হয়েছে, তবুও সাধারণ টুজি কভারেজ বেশি। তবে, বাজারের প্রিপেইড গ্রাহকের প্রকৃতি এবং নতুন গ্রাহকদের নিম্ন আয়ের মানে হলো গ্রাহকপ্রতি আয়ের পরিমাণ নিম্ন (পুরো বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন)। আর তাই আয়ের নতুন উৎস খুঁজে বের করা প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি, মোবাইল ডেটা এবং মূল্য সংযোজন সেবা বাণিজ্যিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২. বাংলাদেশ প্রধানত একটি প্রিপেইড এবং টুজি নেটওয়ার্কের বাজার, কেননা নিলাম প্রক্রিয়ার বিলম্বের কারণে অতিসম্প্রতি ৩য় প্রজন্মের সেবা চালু করা হয়েছে (বর্তমানে থ্রিজি সংযোগ মাত্র ২ শতাংশ)। তবে এখনো ২০ শতাংশের বেশি মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে টুজি-সম্পন্ন ফোনের মাধ্যমে। এক কথায় বলা যায় যে, এখানে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। শুধু একটি প্রশ্ন এই পরিস্থিতিতে কিভাবে এটি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এটি নির্ভর করে ক্রয়ক্ষমতা এবং ট্যারিফ কাঠামোর উপর।

বাংলাদেশ একটি প্রিপেইড এবং টুজি নেটওয়ার্কের বাজার, যেখানে সংযোগের ৯৭ শতাংশ প্রিপেইড এবং ৯৮ শতাংশ টুজি নেটওয়ার্কের আওতাধীন। ২০১৩ সালের প্রথমার্ধে হ্যান্ডসেট চালানের মাত্র ৬ শতাংশ ছিল স্মার্টফোন (স্থানীয় ব্র্যান্ডের সবচেয়ে বৃহত্তর বিক্রেতা সিম্ফনি মোবাইল যাদের হ্যান্ডসেট বাজারে ৩৭ শতাংশ শেয়ারের মধ্যে ৯২ শতাংশ ফিচার ফোন এবং ৮ শতাংশ স্মার্টফোন)। ২০১৩ সালে ৩য় প্রজন্ম তরঙ্গ বরাদ্দ নিলাম প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ার ফলে ৩য় প্রজন্ম সেবা ব্যবহারের হারও কম। তবে মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহার ২০ শতাংশে পৌঁছেছে।

[১] অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সী ব্যতীত

টুজি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মোবাইল ডেটা সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। তবে বর্তমানে ৩য় প্রজন্ম তরঙ্গ চালু হয়েছে। বিদ্যমান ওয়েবসাইট কভারেজ এবং শহর ও গ্রাম অঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবহারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা আশা করছি ২০২০ সালের মধ্যে ৩য় প্রজন্ম সংযোগ টুজি সংযোগের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দ্রুত এটি ঘটতে পারে যদি এই ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ সাশ্রয়ী মূল্যের (এয়ারটাইম এবং হ্যান্ডসেট উভয় ক্ষেত্রে) বিষয়টিকে অতিক্রম করা যায়।

৩. মোবাইল ব্যবহারের প্রবৃদ্ধি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি। ৩০ বছর আগের তুলনায় বর্তমানে দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোবাইল সেবার মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে জীবনের অনেক চাহিদা। মোবাইল অপারেটররা সম্ভাব্য সামাজিক মূল্য সংযোজন সেবার (ভিএএস) প্রতিনিধিত্ব করছে এবং আমরা আশা করছি যে এই ধারা আরো সম্প্রসারিত হবে। এখনো 'বাজার নেতৃত্বে' নতুনত্ব দিতে পুঁজি বাজারে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ আছে। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য সরকারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

যদিও এটি সত্য যে সংযোগ বহির্ভূত গ্রাহকের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের। আর এর প্রধান কারণ এদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করে। সুবিধাবঞ্চিত নগরবাসীর মোবাইল সেবা গ্রহণের সুযোগ খুবই কম– বর্তমানে ৬ মিলিয়ন নগরবাসীর নিজস্ব মোবাইল নেই বলে আমরা অনুমান করছি। এখনো মৌলিক সেবা অ্যাক্সেসের অভাব থাকলেও মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে এই খাতের অগ্রণী ভূমিকা পালনের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। যেমন– প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা চালনা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি সহ আরো অনেক সুযোগ রয়েছে এই খাতের।

> **২০১৪ সালের শুরুর দিকেই মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং এটি ২০২০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে**

সুতরাং, এই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে ইকোসিস্টেম উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মোবাইল অপারেটররা কিভাবে কাজ করবে?
মোবাইল অপারেটররা ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক প্রভাব বিস্তারে সহায়ক মূল্য সংযোজন সেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আমরা আশা করছি যে আগামী দুই তিন বছর এই ধারা অব্যাহত রাখবে তারা। অপারেটরদের বিনিয়োগের মাধ্যমে আরোপিত সেবার পরোক্ষ বাণিজ্যিক মূল্যে একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এসব সেবার বিপণন ও মূল্য নির্ধারণে নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ গ্রাহকপ্রতি আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– নমনীয় ক্রেডিট স্কোরিং প্রযুক্তি ব্যবহার; বান্ডেল প্যাকেজের অংশ হিসেবে মূল্য সংযোজন সেবার (ভিএএস) পাশাপাশি প্রথাগত ব্যবহারযোগ্য সেবার (ভয়েস, এসএমএস এবং ডেটা) পরীক্ষা নিরীক্ষা; বা গ্রাহক ধরে রাখার জন্য আরো সুস্পষ্ট হাতিয়ার হিসেবে মূল্য সংযোজন সেবা (ভিএএস) ব্যবহার।

সংখ্যায় কম হলেও এবং বাজারে নেতৃত্ব না দিলেও মোবাইল সেবার জন্য মূলধন বিনিয়োগে দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও-এর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি রয়েছে (ব্র্যাক এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ)। আমরা বিশ্বাস করি যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (ভিসি) এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এই খাতে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেসব সুযোগ এখনো ব্যবহার করা হয়নি। উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা তার সমমানের শহর যেমন– ব্যাঙ্গালোর, কলোম্বো অথবা আর একটু দূরের নাইরোবি'র স্তরে এখনো পৌঁছাতে পারেনি। তবে এর জন্য উদ্যোক্তার অভাব দায়ী নয়। বাজার পরিচালনার পরিবেশ ও তুলনামুলক কম সুযোগ সহ বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতে মুলধন বিনিয়োগে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। আমরা বিশ্বাস করি এই প্রতিবন্ধকতা জয় করতে বিনিয়োগকারীরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে। মুলধন ছাড়াও শিক্ষা এবং নেতৃত্বদানের সক্রিয় পরিবেশ গড়ে তুলতে তারা ব্যাপক সহায়তা করছে। এটি স্বল্প সময়ের কাজ নয়, তবে এই বিষয়টি আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আকর্ষিত করবে।

এই খাতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে উন্নত সেবা এবং মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে। এমনকি এদেশের অনেক সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মোবাইল প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করতে পারে। "ডিজিটাল বাংলাদেশ"-এর অংশ হিসেবে মধ্যম ও নিম্ন আয়ের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ডিজিটাল ক্ষমতায়ন সম্প্রসারণ সরকারের অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য। এটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারী নীতিমালার অগ্রাধিকার তথা বিনিয়োগ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জোর দেওয়া (বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগ) এবং পাবলিক মার্কেটের তারল্য নিশ্চিত করা উচিৎ। এই উভয় বিষয়ই বিনিয়োগকারীদের (মোবাইল অপারেটর) অধিক নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

বারবারা আরিসি লুসিনি এবং টিম হ্যাট্
জিএসএমএ ইন্টেলিজেন্স

GSMA Mobile for Development Impact

জিএসএমএ এর উন্নয়নের জন্য মোবাইল কর্মসূচির মাধ্যমে উদীয়মান বাজারের জনসাধারণকে ডিজিটাল ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করে। ওমিদইয়ার নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় এবং মাস্টারকার্ড ফাউন্ডেশনের অংশীদারিত্বে আমাদের কাজ সম্পর্কে জানতে ভিজিট gsmaintelligence.com/m4d

ON OMIDYAR NETWORK™

The MasterCard Foundation

মোবাইলের ব্যবহার:
সাফল্যের শেষ ধাপে পৌঁছানো

১. গত দশকে মোবাইল নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তৃতি সত্ত্বেও এখনও অনেক মানুষের কাছেই মোবাইল সেবা সীমিত কিংবা পৌঁছেনি। যদিও ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক কারণেই মোবাইল সেবা সবার কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। তাই এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে এবং মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দাবী উঠেছে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যাপ্তিশীল। বর্তমানে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত বাজারে এবং অনেক উঠতি বাজারের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষের কাছে টুজি সেবা পৌঁছে গেছে, যেখানে থ্রিজি সেবা পৌঁছানোর হার সাধারণভাবেই কম (৬০-৭০ শতাংশ)। যেহেতু প্রতি বছরে প্রায় ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার করে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোবাইল অপারেটরদের এই প্রযুক্তির পিছনে বিনিয়োগ করে যেতে হবে, তাই আমরা আশা করি যে থ্রিজি সেবাও একই পরিমাণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাক। যদিও জনসংখ্যার একটা অংশ– সম্ভবত ১০-১৫ শতাংশ মানুষের কাছে মোবাইল সেবা এখনও সীমিত অথবা পৌঁছেনি। এ অংশটি সাধারণত উঠতি বাজারের এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা, অনেক ক্ষেত্রেই যারা সংযোগের সর্বশেষ ধাপে অবস্থান করে। ভৌগলিক জটিলতা, গভীর দূরত্ব ও বৈদ্যুতিক সংযোগের অপ্রতুলতার কারণে এসব অঞ্চলে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণে মোবাইল অপারেটরদের খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে, এবং এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ নিম্ন আয়ের হওয়ায় অতিরিক্ত খরচ বাবদ মোবাইল অপারেটরদের মুনাফা আয়েরও সুযোগ নেই বললেই চলে।

২০২০ সাল পর্যন্ত এই ৭ বছরে উঠতি বাজারগুলোতে আরো ১.১ বিলিয়ন মানুষের কাছে প্রথমবারের মতো মোবাইল সেবা পৌঁছে দিতে চাই আমরা। এদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করলেও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণ যারা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত কিন্তু সীমিত আয়ের কারণে মোবাইল ব্যবহার করতে পারেন না তাদেরকেও সংযোগের আওতায় নিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। সবার জন্য মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই এখানে প্রশ্ন উঠছে যে– প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কিভাবে করা যাবে। এবং, পূর্বের সেবাবঞ্চিত ও নেটওয়ার্ক বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে মোবাইল সেবার আওতায় নিয়ে আসা– সমাজ ও অর্থনীতিতে যার প্রভাব ইতিবাচক– তার আর্থিক ও পরিচালনগত দায়ভার কার বহন করা উচিৎ? একটি ডিজিটাল ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে এগুলো অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ, আর এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও বেসরকারী খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।

২. প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বৃহৎ ইন্টারনেট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এরিয়াল নেটওয়ার্ক ও টিভি তরঙ্গে হোয়াইট স্পেস ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে বিকল্প সংযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত উঠতি বাজারে আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিস্তারের জন্য সংযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মোবাইল অবকাঠামোর বাইরে এসব বিকল্প প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার দেখা গেছে– যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।

যদিও এর কার্যকারিতা ও ব্যতিক্রমী সম্ভাবনা বিস্তৃত বাণিজ্যিক মানদণ্ডে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। এটি একটি বিষয়, কারণ কভারেজের চেয়ে ব্যবহারের সক্ষমতা একটি বড় অন্তরায়– অনেক উঠতি বাজারে এটা দেখা গেছে যে, টুজি মোবাইল কভারেজ (নিম্ন গতির ইন্টারনেট সরবরাহে সক্ষম) বেশি ব্যবহার হয়, বিশেষ করে স্বল্প আয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে। এছাড়াও রয়েছে নানাবিধ পরিচালনগত ও কারিগরি চ্যালেঞ্জ এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা।

বিস্তৃত পরিসরের কভারেজের জন্য আকাশে বেলুন, ড্রোন ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা যায়, যা দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নেটওয়ার্ক সরবরাহে সহযোগিতা করতে পারে, দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় কাজে আসতে পারে, এবং কিছু ক্ষেত্রে ব্যাকহওল দক্ষতা সহজতর করতে পারে। টিভি হোয়াইট স্পেস (টিভিডাব্লিউএস)-এর ব্যবহার প্রত্যন্ত এলাকায় অত্যন্ত কম দেখা যায়, নিম্ন ধারণক্ষমতার কিছু (যদিও খুবই সীমিত) অ্যাপ্লিকেশন শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। যদিও মূলত গুগল, ফেসবুক ও মাইক্রোসফট প্রোমোশনের মাধ্যমে এসব প্রযুক্তির কথা বলে আসছে– তারপরও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মোবাইল খাতের ভ্যালু চেইন-এর বিস্তৃততর সংযোগ স্তরে এগুলো কোনো ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে পারবে কি না?

তাদের যোগ্যতার ওপর আস্থা রেখেই বলা যায় এটা প্রায় অসম্ভব, অন্ততপক্ষে মধ্যম মেয়াদের জন্য। একটি স্কেলড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ যা স্থানীয় অঞ্চলের বর্তমান পরীক্ষামূলক প্রকল্পের চেয়ে অনেক বেশি, একইসাথে ব্যবসায়িক মডেলও যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। দ্বিতীয়ত, তাদের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত স্কেলড নেটওয়ার্কে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছে। পরিশেষে, সংযোগের জন্য অনুমতিবিহীন মডেল ব্যবহারের উপর নির্ভরশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর ঘাটতিতে তাদের সেবার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

২০২০ সাল নাগাদ উঠতি বাজারগুলোতে আরো ১.১ বিলিয়ন মানুষের কাছে প্রথমবারের মতো মোবাইল সেবা পৌঁছে দিতে চাই আমরা

৩. বৃহত্তর জন নীতিমালার প্রভাব অর্জনের জন্য বৃহৎ ইন্টারনেট সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বিস্তৃততর ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে আরো সম্ভাব্য পদ্ধতি দেখতে চাই আমরা। বিকল্প সংযোগ কৌশল বিস্তৃততর মোবাইল ইকোসিস্টেমে অভিনবত্বের বর্ধমান ধারাকে নির্দেশ করে। এই প্রথম পর্যায়ের সেবা স্তর কেন্দ্রীভূত হলে (বিশেষ করে এসএমএস), এটি এখন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হবে। যদিও এই সময়ে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের স্কেল, অব্যাহত বিনিয়োগ এবং নিজেদের প্রদর্শনযোগ্য অভিনবত্বের জন্য অপারেটররা শক্তিশালী অবস্থানে আছে।

একজন ধারাবাহিক উদ্ভাবক সম্পর্কে অনুমাননির্ভর কোনোকিছু বলা অবশ্যই একটি জটিল ও প্রায়শ নিষ্ফল প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়, আর এর থেকেই প্রশ্ন ওঠে যে, গুগল অথবা ফেসবুক কি একটি পূর্ণমাত্রার সংযোগ প্রদানকারী হতে পারবে? নিঃসন্দেহে গুগল টেলিযোগাযোগ এক্সেসের ক্ষেত্রে এই প্রথম নয়, যুক্তরাষ্ট্রের ৩টি শহরে যার রয়েছে উচ্চ-গতির ফিক্সড ফাইবার ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক এবং পরিকল্পনা রয়েছে আরো ৯টি শহরে স্থাপনের, এর সাথে উগান্ডার রাজধানীতে রয়েছে একটি স্থানীয় ফাইবার নেটওয়ার্ক। যদিও আমরা বিশ্বাস করি প্রকৃত অভিপ্রায় এখানে অনেক বাস্তবমুখী, যেখানে বিকল্প সুবিধার নিরীক্ষা নীতি নির্ধারক ও মোবাইল অপারেটরদের প্রভাবিত করা এবং লাইসেন্সিং অংশীদারদের (গুগলের সাম্প্রতিক প্রকাশ্য নির্দেশনা যেমনটা বলে) অভিঘাতের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে অভিনব ব্যবসায়িক মডেল ভূমিকা পালন করতে পারে, সেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নেটওয়ার্ক স্থাপনার মৌলিক অর্থনীতি যা মূলত অপারেটরদের করা তা উপেক্ষা করা যাবে না।

এই ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক কভারেজ সম্প্রসারণ ও ব্যবহারের খরচ কমানোর প্রচেষ্টা হিসেবে নেটওয়ার্ক পর্যায়ে অপারেটরদের কাছ থেকে প্রচুর অভিনবত্ব আসছে। পরোক্ষ স্তরে (সাইট, টাওয়ার ও বিদ্যুৎ) নেটওয়ার্ক শেয়ার চুক্তি বিগত কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে প্রথম দিকে বাজারে আসা ভারত ও পাকিস্তান, যারা এখন বিস্তৃত পরিসরে প্রবেশ করছে– আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ৮টি অপারেটরের মধ্যে ৫৫১ মিলিয়ন মোবাইল সংযোগের (অথবা ৪৬ শতাংশ শেয়ার) সাম্প্রতিক অবকাঠামো চুক্তি নেটওয়ার্ক বহির্ভূত গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এই ভাগাভাগি রেডিও এক্সেস নেটওয়ার্ক, মূলধনী ব্যয় কমানো এবং পরিচালন ব্যয় ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত হওয়া শুরু করেছে, যা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে। পরিশেষে, যেখানেই অপারেটররা প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছেছে, তাদের উপস্থিতি পারস্পরিক ব্যষ্টিক অর্থনীতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (বা ইএসসি)-কে ক্রমেই আকৃষ্ট করেছে।

এসব অঞ্চলে অপারেটরদের প্রয়োজন স্বল্প পরিসরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বেজ স্টেশন নির্মাণ। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বেজ স্টেশন নির্মাণ করে বা মিনিগ্রিডের মাধ্যমে সেখান থেকে টেলিযোগাযোগ টাওয়ারে বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে, যার মাধ্যমে গ্রাহকেরা তাদের মোবাইল (অন্যান্য জিনিসের সাথে) চার্জ করতে পারবে। আর এসবই গ্রাহকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই।

টিম হ্যাট্ এবং ডেভিড জর্জ
জিএসএমএ ইন্টেলিজেন্স

GSMA Mobile for Development Impact

জিএসএমএ এর উন্নয়নের জন্য মোবাইল কর্মসূচির মাধ্যমে উদীয়মান বাজারের জনসাধারণকে ডিজিটাল ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করে। ওমিদইয়ার নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় এবং মাস্টারকার্ড ফাউন্ডেশনের অংশদারিত্বে আমাদের কাজ সম্পর্কে জানতে ভিজিট gsmaintelligence.com/m4d

ON OMIDYAR NETWORK™

The MasterCard Foundation

৫৪তম সিটিও কাউন্সিল সভা এবং বার্ষিক ফোরাম-এর আয়োজক এবার বাংলাদেশ

কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন (সিটিও)-এর ৫৪তম কাউন্সিল মিটিং এবং বার্ষিক ফোরাম-এর এবারের আয়োজক বাংলাদেশ। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (এমওপিটি অ্যান্ড আইটি) এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর সহযোগিতায় এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সরকার আয়োজন করতে যাচ্ছে এই পুরো অনুষ্ঠানটি।

এই বিশাল আয়োজনে অংশ নেবেন কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মন্ত্রী, নীতি নির্ধারক এবং টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ। দুই অনুষ্ঠান মিলে নিয়ন্ত্রক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অপারেটরদের প্রায় ২৫০-৩০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রযুক্তিবিষয়ক সেশন ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪-তে রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে মূল বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– একটি টেকসই আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমূহ, উদীয়মান বাজারের মধ্যে ই-কমার্স এর সুযোগ-সুবিধার মূল্যায়ন, মোবাইল প্রযুক্তি, অ্যাপ্লিকেশন এবং মূল্য সংযোজন সেবা (ভিএএস), একটি কার্যকর ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা গঠন, স্বচ্ছতা এবং উন্মুক্ত গভর্নমেন্ট: উন্মুক্ত ডেটা'র ভূমিকা, ক্লাউড-বেসড বিজনেস প্রক্রিয়ার আউটসোর্সিং এবং কমনওয়েলথ-এর প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অর্থায়ন।

এই অনুষ্ঠানে মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী, সেক্রেটারি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস; ডঃ ইউজিন জুওয়াহ, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, নাইজেরিয়ান কমিউনিকেশন কমিশন; শিরিন হামিদ, চীফ টেকনোলজি অফিসার, ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম; নাবিল ঈদ, রিজিওনাল কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর, মিডিল ইস্ট অ্যান্ড নর্থ আফ্রিকা, টেলিসেন্টার.ওআরজি ফাউন্ডেশন; নাজনীন সুলতানা, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক; ডঃ আকরাম এইচ. চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম; গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড; দেলোয়ার হোসেন আজাদ, হেড অব মোবাইল ফিনেন্সিয়াল সার্ভিস, গ্রামীণফোন বাংলাদেশ লিমিটেড; সন্দিপন চক্রবর্তী, চীফ টেকনোলজি অফিসার, এয়ারটেল বাংলাদেশ; সোমনাথ মহলানবিশ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, হেড অব প্ল্যানিং, টেকনোলজি ডিভিশন, রবি আজিয়াটা লিমিটেড; তাইমুর রহমান, সিনিয়র ডিরেক্টর রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স; সোনিয়া বশির কবির, কান্ট্রি ম্যানেজার, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ; শ্রী নিভাস নিডুগোন্ডি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সলিউশন্স, মহেন্দ্র কমভিভা; এএইচএম বজলুর রহমান, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, বাংলাদেশ এনজিও নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন; প্রফেসর টিম আনউইন, সেক্রেটারি জেনারেল, কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন; আবু সাঈদ খান, সিনিয়র পলিসি ফেলো, লার্নএশিয়া; লুনা শামসুদ্দোহা, চেয়ারম্যান, দোহাটেক নিউ মিডিয়া; সমীর সিনহা, চীফ সেল অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার, ইন্ডাস টাওয়ার; শামীম আহসান, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস; ক্রিস সিচারণ, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, টেলিকমিউনিকেশনস অথরিটি অব ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো; তেনজিন দোলমা নর্বহু, লিড আইসিটি পলিসি স্পেশালিস্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক; শাজিয়া ওমর, হেড অব অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশনস, দি ইকোনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট প্রোগ্রাম; রিচার্ড লেইস, হেড অব প্রজেক্ট (ইংলিশ ইন অ্যাকশন), বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব)-সহ দেশ ও বিদেশের আরো অনেক বক্তা তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন।

সিটিও-এর দু'জন প্রতিনিধি লাসান্থা ডি অলউইস, ডিরেক্টর অব অপারেশন অ্যান্ড কর্পোরেট সেক্রেটারী রবার্ট হায়ম্যান, ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট ম্যানেজার অব সিটিও অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির অগ্রগতি পরিদর্শনের জন্য ঢাকা সফর করেন।

তারা অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব), মোবাইল ইমপোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এমআইএবি), ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল), টেলিকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অর্গানাইজেশন অব বাংলাদেশ (টিআইওবি), ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (আইএসপিএবি), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস (বিএএসআইএস), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বিএসিসিও), সাইবার ক্যাফে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সিসিওএবি), বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি (বিসিএস), ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন), ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস অ্যাকসেস (বিডাব্লিউএ) এবং ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি)-এর প্রতিনিধিদল সহ আইসিটি এবং টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন। এছাড়াও সিটিও-এর এই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের আয়োজক কমিটি এবং সাব কমিটির সাথে বিশেষভাবে বৈঠক করেন।

কমনওয়েলথভুক্ত দেশের ৫৩ সদস্যবিশিষ্ট যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা সিটিও, যারা টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত সহযোগিতার কাজ করে যাচ্ছে। এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত বহুপাক্ষিক সহযোগিতার সাথে জড়িত অনেক পুরানো এবং বৃহত্তম একটি সংগঠন। সংস্থাটি নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ব্যবহার করে তাদের সদস্যদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নে সহযোগিতা করে যার মাধ্যমে কমনওয়েলথভুক্ত দেশের বাইরেও মানুষ সমৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন এবং স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

সিটিও-এর আন্তর্জাতিক ইভেন্ট এবং সেমিনারগুলোতে জ্ঞান আদান-প্রদান, প্রভাববিস্তারী নীতিমালা এবং নেটওয়ার্কিং-এর সুষম ভারসাম্য বজায় থাকে সবসময়। সেইসাথে সংগঠনটি এই খাত সংশ্লিষ্ট সকল মৌলিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানটি সরকার এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষসহ সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হচ্ছে। তারা আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চল জুড়ে কমনওয়েলথভুক্ত দেশভিত্তিক সদস্য। অন্যান্য সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজনে রয়েছি আমরা। সরকার প্রধান এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে সিটিও প্রতি বছরে মোট ছয়টি বার্ষিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। সিটিও কর্তৃক পরিচালিত বেশিরভাগ ইভেন্ট পাঁচ বছরেও বেশি সময় ধরে বাৎসরিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

আলোচকবৃন্দ

আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী
সেক্রেটারী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সুনীল কান্তি বোস
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

প্রফেসর টিম আনউইন
সেক্রেটারি জেনারেল
কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন

শিরিন হামিদ
চীফ টেকনোলজি অফিসার
ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম

লুনা শামসুদ্দোহা
চেয়ারম্যান
দোহাটেক নিউ মিডিয়া

এমটব
সদস্যদের কার্যক্রম

ঈদ এবং বঙ্গু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এনটিভি'তে ৩১ জুলাই এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড সম্প্রচার করে তাদের নবম টেলিফিল্ম "ভিটামিন-টি"। পাঁচ বন্ধুর গল্প নিয়ে টেলিফিল্মটির কাহিনি এগিয়ে যায়। সিএনজি-তে অঢেল পরিমাণ টাকা পাওয়া নিয়ে কাহিনি পরবর্তীতে একটি চমৎকার বাঁক নেয়। টেলিভিশন দর্শকের পাশাপাশি টেলিফিল্মটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া জাগে

পবিত্র রমজান মাসে এতিমদের জন্য বাংলালিংক আয়োজিত ইফতার এবং দোয়া মাহ্‌ফিল

এমটব
সদস্যদের কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে ধানমন্ডির দৃক গ্যালারীতে সিটিসেল এবং বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাব (বিএমটিসি) যৌথভাবে এম.এ. মুহিত, অনু তারেক এবং এনাম উল হকের ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করে । এই আয়োজনে আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন বিশেষভাবে স্থান পায়

গ্রামীণফোনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ-এর ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে একটি সর্বাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকীর সাথে হাত মেলাচ্ছেন গ্রামীণফোনের চীফ টেকনোলজি অফিসার তানভীর মোহাম্মদ

এমটব
সদস্যদের কার্যক্রম

রবি

রবি আজিয়াটা লিমিটেড পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে দুস্থ শিশুদের মধ্যে ঈদের কাপড় বিতরণ করে

TelTalk
আমাদের ফোন

সম্প্রতি টেলিটক মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস.এস.সি) পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সিম কার্ড বিতরণ করে

এমটব
সহযোগী সদস্যদের কার্যক্রম

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের সাথে কথা বলছেন এরিকসন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর কান্ট্রি ম্যানেজার রাজেন্দ্র পাংরেকার

হুয়াওয়ে-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বেকার ঝু পরিচালিত কোর ভ্যালু শেয়ারিং সেশনে স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ

পরিকল্পনা সভায় উপস্থিত জেডটিই টিম

এমটব
কার্যক্রম

ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদের সাথে দেখা করেন এমটব প্রতিনিধি দল

পবিত্র রমজান মাসে এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) আয়োজিত ইফতার মাহ্ফিল

এমটব
কার্যক্রম

পবিত্র রমজান মাসে এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) আয়োজিত ইফতার মাহ্ফিলে ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, এমপি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

এয়ারটেল-এর বিদায়ী সিইও এবং এমটব-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ক্রিস টবিট এর বিদায় অনুষ্ঠানে এমটব সদস্যদের প্রতিনিধিবৃন্দ

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

বাড়ি ৭ (২য় তলা), রোড ৫৬, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। দ্বিমাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। বাড়ি ৭ (২য় তলা), রোড ৫৬, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd, info@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd